সিলেবাস

বাংলা প্রথম পত্র (আবশ্যিক)

বিষয় কোড: ০০১

বিষয়	পূর্ণমান- ১০০	পূর্ণমান
▸ ব্যাকরণ		৫ × ৬ = ৩০
(ক) শব্দগঠন		
(খ) বানান/ বানানের নিয়ম		
(গ) বাক্যশুদ্ধি/ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ		
(ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ		
(ঙ) বাক্যগঠন		
▸ ভাব-সম্প্রসারণ		২০
▸ সারাংশ/সারমর্ম		২০
▸ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর		৩০

সূচিপত্র

ব্যাকরণ অংশ

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: শব্দ গঠন	
১.১	শব্দ	২
১.২	প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন	৭
১.৩	উপসর্গযোগে শব্দ গঠন	৮
১.৪	সমাসযোগে শব্দ গঠন	১২
১.৫	সন্ধিযোগে শব্দ গঠন	১৩
১.৬	শব্দদ্বিত্বের মাধ্যমে শব্দগঠন	১৫
১.৭	শব্দ ও পদের গঠন	১৫
১.৮	পদ প্রকরণ ও পদের ব্যবহার	১৬
	অধ্যায়-০২: বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম	
২.১	বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম	২৬
২.২	ণত্ব বিধান ও বাংলা বানান	৩১
২.৩	ষত্ব বিধান ও বাংলা বানান	৩২

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৩: বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	
৩.১	বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	৪১
	অধ্যায়-০৪: প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা	
৪.১	বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত প্রবাদ	৫৭
৪.২	বাগ্‌ধারা, সমার্থক বাগ্‌ধারা ও বাক্য গঠন	৭২
৪.৩	বাগ্‌ধারা ও অর্থপূর্ণ বাক্য	৭৩
	অধ্যায়-০৫: বাক্য গঠন	
৫.১	বাক্য	৯৪
	অধ্যায়-০৬: ভাব-সম্প্রসারণ	
৬.১	গদ্যধর্মী ভাব-সম্প্রসারণ	১০৮
৬.২	পদ্যধর্মী ভাব-সম্প্রসারণ	১২৬
	অধ্যায়-০৭: সারাংশ/সারমর্ম	
৭.১	সারাংশ	১৩৭
৭.২	সারমর্ম	১৪৬

সূচিপত্র
সাহিত্য অংশ

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০৮: প্রাচীনযুগ		
৮.১	চর্যাপদ	১৫৮
অধ্যায়-০৯: মধ্যযুগ		
৯.১	অন্ধকার যুগ	১৭০
৯.২	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৭৩
৯.৩	বৈষ্ণব সাহিত্য	১৭৮
৯.৪	মঙ্গলকাব্য	১৮৪
৯.৫	অনুবাদ সাহিত্য	১৯২
৯.৬	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা	১৯৪
৯.৭	কবিগান ও পুঁথি সাহিত্য	২০২
৯.৮	লোকসাহিত্য, গীতিকা ও নাথ সাহিত্য	২০৪
৯.৯	মর্সিয়া সাহিত্য	২০৮
৯.১০	মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য ধারা	২০৯
অধ্যায়-১০: যুগসন্ধিক্ষণ ও আধুনিক যুগ		
১০.১	যুগসন্ধিক্ষণ	২১০
	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২১১
১০.২	আধুনিক যুগের ধারণা	২১৪
আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের তালিকা	রাজা রামমোহন রায়	২২২
	প্যারীচাঁদ মিত্র	২২৪
	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২২৫
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২২৯
	দীনবন্ধু মিত্র	২৩৫
	বিহারীলাল চক্রবর্তী	২৩৬
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৩৮
	মীর মশাররফ হোসেন	২৪৫
	কায়কোবাদ	২৪৮
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫০
	প্রমথ চৌধুরী	২৬৩
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬৬
	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	২৭০
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৩
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৬

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের তালিকা	আবুল মনসুর আহমদ	২৭৭
	জীবনানন্দ দাশ	২৭৯
	কাজী নজরুল ইসলাম	২৮২
	জসীম উদ্‌দীন	২৯০
	সৈয়দ মুজতবা আলী	২৯৪
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৫
	বুদ্ধদেব বসু	২৯৯
	সুফিয়া কামাল	৩০০
	শওকত ওসমান	৩০৩
	ফররুখ আহমদ	৩০৬
	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	৩০৮
	মুনীর চৌধুরী	৩১২
	শহীদুল্লা কায়সার	৩১৪
	শামসুর রাহমান	৩১৫
	জহির রায়হান	৩২০
	সৈয়দ শামসুল হক	৩২৩
	আল মাহমুদ	৩২৫
	রিজিয়া রহমান	৩২৮
	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৩২৯
	সেলিনা হোসেন	৩৩১
	হুমায়ূন আহমেদ	৩৩২
	রফিক আজাদ	৩৩৪
	আহমদ ছফা	৩৩৬
	হেলাল হাফিজ	৩৩৭
অধ্যায়-১১: বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর সাহিত্যকর্ম		
১১.১	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যকর্ম	৩৩৯
১১.২	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যকর্ম	৩৪১
১১.৩	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	৩৪৬
অধ্যায়-১২: লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা		
১২.১	বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও বাউল সম্প্রদায়	৩৪৮
১২.২	সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা	৩৫২
i	মডেল টেস্ট (১-২)	৩৫৭

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বাংলা প্রথম পত্র

ক্র.নং	বিষয়	৫০তম		৪৭তম		৪৬তম		৪৫তম		৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
		সাধারণ	টেকনিক্যাল	সাধারণ	টেকনিক্যাল	সাধারণ	টেকনিক্যাল	সাধারণ	টেকনিক্যাল									
১	শব্দ গঠন	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১	২	১	২	১৯
২	বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম		২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	২		১	১	১৬
৩	বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১	১	১	১	১	১	১	১		১	১	১	১	১	১		১৪
৪	প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্ধারা	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১৬
৫	বাক্য গঠন	২		১	১	১	১	১	১	১	১	১	১		১	১	১	১৫
৬	ভাব-সম্প্রসারণ	১	১	১	১	১	১	১	১	২	২	২	২	১	১	২	১	২১
৭	সারাংশ	১			১			১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১২
৮	সারমর্ম		১	১		১	১			১	১	১	১	১			১	১০
৯	প্রাচীন যুগ	১	১	১		১	১	১	১	১	১	১	১	১		১	১	১৪
১০	মধ্যযুগ	১	২	২	২	৩	১	৩	১		২	১	৩	১	২	৪	৩	৩১
১১	আধুনিক যুগ	৩	২	২	৩	৬	৩	১	৩	৯	৭	৮	৬	৯	৮	৫	৬	৮১
মোট প্রশ্নের সংখ্যা		১২	১২	১২	১২	১৭	১২	১২	১২	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৭	১৮	১৮	২৪৯

অধ্যায় ০১ শব্দ গঠন

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. শব্দ গঠনের নিচের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন: [৫০তম বিসিএস (সাধারণ)]
খণ্ডিতকরণ, মুণ্ডমাল, কৃতঋণ, পশ্চাৎসৃজন, প্রত্যয়ীকরণ, যৌগিকীকরণ
০২. ছয়টি 'খাঁটি বাংলা' উপসর্গযোগে ছয়টি শব্দ গঠনপূর্বক উপসর্গসমূহ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা লিখুন। [৫০তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৩. শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের অর্থহীন শব্দাংশ, যেমন-বলক, পদাশ্রিত নির্দেশক, বচনের চিহ্ন, বিভক্তি ইত্যাদির পরিচয় দিন। [৪৭তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৪. শব্দগুলো কোন উপায়ে গঠিত লিখুন এবং গঠনরূপ ভেঙে দেখান: [৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]
মায়াবী, বিশ্বাসযোগ্য, উদ্ধার, প্রত্যেক, জলবায়ু, মতলববাজ।
০৫. বাংলা ভাষায় শব্দ কী কী উপায়ে গঠিত হয়? উদাহরণসহ লিখুন। [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]
০৬. বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৬তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৭. বিদেশি উপসর্গযোগে ৬টি শব্দ গঠন করুন এবং উপসর্গসমূহ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা লিখুন। [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]
০৮. কীভাবে সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৯. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
১০. শব্দ গঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
১১. বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
১২. প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দ গঠন করুন: অনা, আ, পরা, অব, নির, বি। [৪১তম বিসিএস]
১৩. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
১৪. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]
১৫. দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞা লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। [৩৭তম বিসিএস]
১৬. অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। [৩৭তম বিসিএস]
১৭. সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
১৮. বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
১৯. নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন। কিস্তি, পুলটিক্স, টোপর, সোহাগ, পাপড়, ভাত। [৩৫তম বিসিএস]

১.১ শব্দ

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। এক একটি শব্দ এক বা একাধিক অর্থ বা ভাব বা ধারণা প্রকাশ করে। **যেমন:** অ+ল্+অ+স্+অ প্রভৃতি ধ্বনি মিলে গঠিত হয়েছে অলস শব্দটি। অলস শব্দটি শ্রমবিমুখ, মন্থর, জড়প্রকৃতিবিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করে।

ব্যাকরণের ভাষায়, এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে তখন তাকে শব্দ বলে। অর্থহীন ধ্বনিকে ব্যাকরণে শব্দ বলে বিবেচনা করা হয় না। **যেমন:** 'মাতা' দ্বারা জননী বা মা বুঝায় কিন্তু 'তাম' দ্বারা কোনো অর্থ বুঝায় না। সুতরাং 'মাতা' শব্দ হলেও 'তাম' শব্দ নয়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

২০২৬ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বই অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগ:

১. উৎস অনুসারে চার প্রকার

বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। বাংলা ভাষা ঐ সব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। **যেমন:** ক. তৎসম শব্দ খ. তদ্ভব শব্দ গ. দেশি শব্দ এবং ঘ. বিদেশি শব্দ।

গ. যোগরূঢ় শব্দ:

সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। **যেমন:**

সমাস নিষ্পন্ন শব্দ	সমস্যমানপদ সহ ব্যাসবাক্য	প্রচলিত অর্থ/অন্য অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (পঙ্কে বা কাদায় শৈবাল, শালুক, অনেক কিছু জন্মে)	পদ্মফুল (পঙ্কজ কেবল পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়)
রাজপুত	রাজার পুত্র	জাতি বিশেষ
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু অর্থে
জলধি	জল ধারণ করে এমন	সমুদ্র অর্থে

শব্দ গঠন ও শব্দ গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি

ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং অর্থের বৈচিত্র্য আনার জন্য নতুন নতুন শব্দের দরকার হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে শব্দ গঠন বলে। বাংলা ভাষায় শব্দসমূহ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়। একাধিক মৌলিক শব্দ যুক্ত হয়ে বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যোগে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। এছাড়া সন্ধি, বিভক্তি, দ্বিরুক্তি, বহুবচন, বাক্য সংকোচন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ গঠন করা যায়।

বাংলা শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া বা উপায়সমূহ

১. প্রত্যয়ের মাধ্যমে/প্রত্যয়ীকরণ (Suffixation) মাধ্যমে:

শব্দ বা ধাতুর পরে যেসব অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী করে সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যোগ করে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। **যেমন:**

- ✓ কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : √খেল্ + অনা = খেলনা, √চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু ইত্যাদি
- ✓ তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : নিম + আই = নিমাই, নীল + ইমন = নীলিমা ইত্যাদি।

২. উপসর্গের মাধ্যমে:

যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। এর মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। **যেমন:** প্র + হার = প্রহার, পরা + জয় = পরাজয়, অ + কাজ = অকাজ, অপ + কর্ম = অপকর্ম, প্র + গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

৩. সমাসের মাধ্যমে:

সমাস অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার জন্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি হয়। এটি নতুন শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। **যেমন:** দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক ইত্যাদি।

৪. সন্ধির মাধ্যমে:

সন্ধি শব্দের অর্থ 'মিলন'। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি ধ্বনি একটি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াকেই সন্ধি বলে। সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন, স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন হয়। **যেমন:** বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, পর + উপকার = পরোপকার। এভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অন্যদিকে 'আশা অতীত' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'আশাতীত' তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ 'হিম আলয়' বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'হিমালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শ্রুতিমধুর হয়।

৫. শব্দদ্বিত্বের মাধ্যমে:

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দবিদ্বত্ব বলে। শব্দদ্বিত্বের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তিন ভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। ক. অনুকার দ্বিত্ব: অঙ্ক-টঙ্ক, এলোমেলো, আড়াআড়ি; খ. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব: কুট কুট, কোঁত কোঁত, গবাগব; গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব: ভালো ভালো, কথায় কথায়, মজার মজার।

৬. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে:

অনেক সময় পদ পরিবর্তন করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা যায়। বিশেষ্য পদকে বিশেষণ পদে রূপান্তর করে শব্দ গঠন নিচে দেওয়া হলো-

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
পৃথিবী	পার্থিব	চতুরালি	চতুর	মানব	মানবিক
অগ্নি	আগ্নেয়	অতিথি	আতিথেয়	অণু	আণবিক

৭. বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে:

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংকোচন, বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ বলে। অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে। **যেমন:** অকালে পক্ব হয় যা-অকালপক্ব, মৃতের মত অবস্থা যার-মুমূর্ষু।

৮. বহুবচনের মাধ্যমে:

যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা যায় তাকে বচন বলে। সুতরাং যার সংখ্যা হয়, গণনা করা যায় কেবল তারই বচন হয়। বাংলা ভাষায় বচন দুপ্রকার: একবচন ও বহুবচন। যে শব্দ দ্বারা কোন প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয় তাকে একবচন বলে। আর যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির বহুসংখ্যার ধারণা প্রদান করা হয় তাকে বহুবচন বলে। একবচন থেকে বহুবচন তৈরির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মেয়ে	মেয়েগুলো	মানুষ	মানুষগণ	ছাত্র	ছাত্ররা
পুস্তক	পুস্তকাবলি	পর্বত	পর্বতমালা	মেঘ	মেঘপুঞ্জ/মেঘকুঞ্জ

৯. পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন:

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পদাশ্রিত নির্দেশক হলো টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু, টে, গুলা, গুলো, গুলিন, টুকুন, কেতা, পাটি ইত্যাদি। পদাশ্রিত নির্দেশক যোগে কোনো কিছুর নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। **যেমন:** কলম + টি = কলমটি, দুধ + টুকু = দুধটুকু, আম + গুলো = আমগুলো ইত্যাদি।

১০. খণ্ডিতকরণের (Clipping) মাধ্যমে:

বড় কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তন না করে তার এক বা একাধিক অংশ বাদ দিয়ে শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার প্রক্রিয়া। **যেমন:** 'টেলিফোন' থেকে 'ফোন', 'মাইক্রোফোন' থেকে 'মাইক'।

১১. মুণ্ডমালের (Acronym) মাধ্যমে:

কোনো শব্দগুচ্ছের প্রতিটি শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত নতুন শব্দ। **যেমন:** 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'ঢাবি', 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস' থেকে 'বিসিএস'।

১২. কৃতঋণের (Loanword) মাধ্যমে:

বিদেশী ভাষা থেকে হুবহু বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় আসা শব্দ। **যেমন:** চেয়ার, টেবিল, ডাক্তার, রিকশা।

১৩. পশ্চাৎসৃজনের (Back-formation) মাধ্যমে:

মূল বা দীর্ঘতর শব্দ থেকে প্রত্যয় বা কোনো অংশ ভুলবশত বাদ দিয়ে ছোট নতুন শব্দ তৈরির প্রক্রিয়া। **যেমন:** 'বিবৃতি' থেকে 'বিবৃত', 'এডিটর' (Editor) থেকে 'এডিট' (Edit)।

১৪. যৌগিকীকরণের (Compounding) মাধ্যমে: দুই বা ততোধিক অর্থপূর্ণ শব্দ বা পদ একত্রিত হয়ে নতুন শব্দ গঠন। **যেমন:** বই + পত্র = বইপত্র, হাট + বাজার = হাটবাজার।

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি)	বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, দিল্লি + ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা, মাছ + আলা = মাছওয়ালা
২. আনা > আনি (হিন্দি)	মুনশি + আনা = মুনশিয়ানা, হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি।
৩. সা > সে (হিন্দি)	পানি + সা = পানসা > পানসে, এক + সা = একসা, কাল + সা = কালসা > কালসে।
৪. গর > কর (ফারসি)	কারি + গর = কারিগর, এরূপ, বাজিকর, সওদাগর।
৫. দার (ফারসি)	তাঁবে + দার = তাঁবেদার, এরূপ, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।
৬. বাজ (দক্ষ অর্থে – ফারসি)	কলম + বাজ = কলমবাজ, এরূপ, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ।
৭. বন্দি (বন্দ্ – ফারসি)	জবান + বন্দি = জবানবন্দি, এরূপ সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ।
৮. সই: মতো অর্থে	জুত + সই = জুতসই, এরূপ মানানসই, চলনসই, টেকসই।
৯. পনা: মতো অর্থে	গিন্নী + পনা = গিন্নীপনা, এরূপ বেহায়াপনা।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: 'টিপসই' ও 'নামসই' শব্দ দুটোর 'সই' প্রত্যয় নয়। এটি 'সহি' (অর্থে-স্বাক্ষর) থেকে উৎপন্ন।]

১.৩ উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন করে। **যেমন:**

নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি	পরি + হার = পরিহার।
শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন	পরি + শ্রান্ত = পরিশ্রান্ত।
শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ	অতি + কায় = অতিকায়।
শব্দের অর্থের সংকোচন	কু + কাজ = কুকাজ।
শব্দের অর্থের পরিবর্তন	ইতি + কথা = ইতিকথা।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। **যেমন:** 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' – যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

'পূর্ণ' (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় 'পরিপূর্ণ' হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ), 'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ), 'উপ' যোগ করে 'উপহার' (পুরস্কার), 'সম' (যোগ) করে 'সংহার' (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।
প্রকারভেদ: বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে: বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
নিচে একুশটি উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো-

যোজক

পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ যোজক	রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
২. বিকল্প যোজক	লাল বা নীল কলমটা আনো।
৩. বিরোধ যোজক	তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।
৪. কারণ যোজক	বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।
৫. সাপেক্ষ যোজক	যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।

আবেগ

মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ছি ছি, আহা, বাহ্, শাবাশ, হায় হায় ইত্যাদি।

নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	শ্রেণিবিভাগ	উদাহরণ
০১	সিদ্ধান্ত আবেগ	হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।
০২	প্রশংসা আবেগ	বাহ্, চমৎকার লিখেছ।
০৩	বিরক্তি আবেগ	ছি ছি! এ রকম কথা তার মুখে মানায় না।
০৪	আতঙ্ক আবেগ	উহ্, কী বিপদে পড়া গেল।
০৫	বিস্ময় আবেগ	আরে! তুমি আবার কখন এলে?
০৬	করুণা আবেগ	আহা! বেচারার এত কষ্ট।
০৭	সম্বোধন আবেগ	হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
০৮	অলংকার আবেগ	দুর! এ কথা কি বলতে আছে?

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১। শব্দ গঠন বলতে কী বোঝেন? বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর:

শব্দ গঠন: পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। এই শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে শব্দ তৈরির পদ্ধতিকে শব্দ গঠন বলে। শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াগুলো হলো- সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি, বিদেশি শব্দের বিকৃত উচ্চারণ, ভাবানুবাদ ইত্যাদি। নিম্নে শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হলো:

(ক) **সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন:** দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।
যেমন: মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, কাজলের মতো কালো = কাজলকালো, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা ইত্যাদি।

(খ) **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।
যেমন: অনু + গমন = অনুগমন, কু + পথ = কুপথ ইত্যাদি।

(গ) **সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনির একত্রীকরণ ঘটে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।
যেমন: সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, সু + অল্প = স্বল্প ইত্যাদি।

(ঘ) **প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। **যেমন:**

(১) **কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** **যেমন:** খেল্ + অনা = খেলনা, চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু ইত্যাদি।

(২) **তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** **যেমন:** পশ্চিম+আ=পশ্চিমা, নাম + তা = নামতা, ঢাকা + আই = ঢাকাই ইত্যাদি।

(ঙ) **পদ পরিবর্তনের সাহায্যে:** পদ পরিবর্তনের মাধ্যমেও বাংলা শব্দ গঠিত হয়।
যেমন: লোক (বিশেষ্য) > লৌকিক (বিশেষণ)।
মূল (বিশেষ্য) > মৌলিক (বিশেষণ)।

(চ) **দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে:** দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে বাংলায় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়।
যেমন: ভালো ভালো, মিটমাট, ফিটফাট ইত্যাদি।

(ছ) **পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু, টো, গুলা, গুলো, গুলিন, টুকুন, কেতা, পাটি ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক যোগে কোনো কিছুর নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। **যেমন:** কলম + টি = কলমটি, দুধ + টুকু = দুধটুকু, আম + গুলো = আমগুলো ইত্যাদি।

(জ) **বহুবচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** বহুবচনবাচক শব্দযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। **যেমন:**

একবচন	-	বহুবচন
পাখি		পাখিসব
গ্রন্থ		গ্রন্থাবলি
বৃক্ষ		বৃক্ষরাজি

(ঝ) **বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** **যেমন:** লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা, হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা, খ তে (আকাশে) চড়ে যে = খেচর ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০২। প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের ৬টি উপায় আলোচনা করুন।

উত্তর:
শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের উপায় নিম্নরূপ:

১. **অন – প্রত্যয়:** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। **যেমন:** √কাঁদ্ + অন = কাঁদন (কান্নার ভাব)। এরূপ – নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

২. **অন্ত – প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'অন্ত'প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** √উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত, √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত।

৩. **না – প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়। **যেমন:** √কাঁদ্ + না = কাঁদনা > কান্না, √রাঁধ্ + না = রাঁধনা>রান্না। এরূপ – ঝরনা ইত্যাদি।

৪. **ইমন – প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে 'ইমন' প্রত্যয় যুক্ত হয়। **যেমন:** নীল + ইমন = নীলিমা, মহৎ + ইমন = মহিমা।

৫. **তা ও ত্ব – প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে 'তা' ও 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হয়। **যেমন:** শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব।

৬. **ষ্ণিক (ইক) – প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'ষ্ণিক (ইক)' প্রত্যয় যুক্ত হয়। **যেমন:** হেমন্ত + ষ্ণিক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ষ্ণিক = আকস্মিক।

অধ্যায় ০৮ প্রাচীন যুগ

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১।	"আজি ভুসুকু বাঙালী ভইলী, নিঅ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী"-পদকর্তার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।	[৫০তম বিসিএস (সাধারণ)]
০২।	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	[৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]
০৩।	চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে লিখুন।	[৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]
০৪।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।	[৪৬তম বিসিএস (টেকনিক্যাল), ৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]
০৫।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন।	[৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৬।	চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন।	[৪৪তম বিসিএস]
০৭।	চর্যাপদের বিধৃত বাঙালিজীবনের পরিচয় দিন।	[৪৩তম বিসিএস]
০৮।	বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।	[৪১তম বিসিএস]
০৯।	চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়? [Note: সন্ধ্যা ভাষাকে সান্ধ্য ভাষাও বলা হয়।]	[৪০তম বিসিএস]
১০।	বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা'বলা হয়। [Note: সন্ধ্যা ভাষাকে সান্ধ্য ভাষাও বলা হয়।]	[৩৮তম বিসিএস]
১১।	চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন।	[৩৬তম বিসিএস]
১২।	চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন।	[৩৫তম বিসিএস]
১৩।	'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়?	[৩৪তম বিসিএস]
১৪।	চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?	[৩৩তম বিসিএস]
১৫।	'সান্ধ্য ভাষা' কী? এ ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন।	[৩২তম বিসিএস]
১৬।	'চর্যাপদে' চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় দিন।	[৩১তম বিসিএস]
১৭।	চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন।	[৩০তম বিসিএস]
১৮।	চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন।	[২৯তম বিসিএস]
১৯।	চর্যাপদ আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত দিন।	[২৮তম বিসিএস]
২০।	বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী? এটি কে, কখন, কোথায় আবিষ্কার করেন?	[২৭তম বিসিএস]
২১।	বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যের নাম কী?	[২১তম বিসিএস]
২২।	চর্যাপদ কী?	[২০তম বিসিএস]
২৩।	বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন কী?	[১৭তম বিসিএস]
২৪।	'চর্যাপদ' গ্রন্থে কোন পদকর্তার পদ সর্বাধিক এবং কতটি পদ সংকলিত?	[১৩তম বিসিএস]
২৫।	কাহ্নপা কে ছিলেন?	[১০তম বিসিএস]
২৬।	বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী?	[১০তম বিসিএস]

৮.১ চর্যাপদ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো 'চর্যাপদ'। এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এটি নিছক ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থ কিংবা বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রাচীনতম উপাদানই নয়, এটি বাংলা গীতিকাব্যেরও আদি রূপ। চর্যাপদের মাধ্যমেই প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যই উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। চর্যাপদের বিকাশ ঘটেছিল বাংলার পাল বংশীয় রাজাদের শাসনামলে। পাল বংশীয় রাজারা ছিলেন মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পাল বংশের পরে আসে সেন বংশ। সেন বংশ হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে, সে সময় কতিপয় হিন্দু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের উপর নিপীড়ন চালায়। আবার, ১২০৪ সালে তুর্কি আক্রমণের সময় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পুঁথিপত্র নিয়ে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে চলে গিয়েছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাইরে নেপালে পাওয়া গিয়েছে। এ চর্যাপদে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিল তা দূর করার জন্য মুনিদত্ত পদগুলোকে একত্র করে সংস্কৃত ভাষায় এর সহজবোধ্য টীকা রচনা করেছিলেন।

ধর্মমত বিচারে চর্যাপদ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম এর ধর্মমত বা ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯২৭ সালে (Buddhist Mystic Songs গ্রন্থে)। চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্যাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যেসব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই সহজযানের সাধন প্রণালি ও তত্ত্ব এতে আলোচিত হয়।

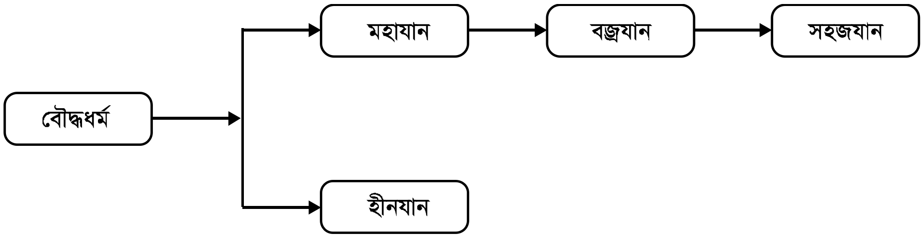

সাধনরীতি অনুযায়ী বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-
বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হলো 'মহাসুখ রূপ নির্বাণ' লাভ। তবে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর সে নির্বাণ লাভের সাধন পন্থা/যানের ওপর সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান ও মহাযান এ দুভাগে বিভক্ত হয়। যেখানে হীনযানে সাধন পন্থা হিসেবে ধ্যান (শূন্যতার সাধনা) ও আচার-অনুষ্ঠান এবং মহাযানে আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে শুধু ধ্যানের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর এই মহাযানেরই একটি অংশ বজ্রযান। যেখানে গুরুর তত্ত্বাবধান স্বীকার করে ইন্দ্রিয় শক্তির দমন ও নর-নারীর মিলন সাধন পন্থার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সাধনারই বিবর্তিত সরল সহজ স্তরের নাম সহজযান। তারা দেহকেন্দ্রিক নর-নারীর মিলনকে মহাসুখ বিবেচনা করে একান্ত সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে। যার মূলকথা এই মহাসুখে উপনীত হতে পারলে সমস্ত ইন্দ্রিয় কামনা নষ্ট হয়ে যাবে। সংসারের ভালো-মন্দের ধ্যান-ধারণা, আত্মপর ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যাবে- সেটাই হচ্ছে সহজ অবস্থা। যারা সহজযান পন্থি তারা সহজিয়া নামে পরিচিত। আর চর্যাপদগুলো এ বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। যেখানে মহাসুখ পাওয়ার জন্য কোন সাধন পন্থা আচরণীয় এবং কোনটি অনাচরণীয় তার নির্ণয় করা হয়েছে।

সহজিয়া সম্প্রদায়

সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়। সাধারণত যারা স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপথে সাধনা করে তাদেরকেই সহজিয়া বলা হয়। সহজিয়ারা তাত্ত্বিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত বলেই ধর্মসাধনায় দেহকে বাদ দেননি। কায়িক, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক কোনো পথকেই অস্বীকার করেননি। তাদের মতে সমস্ত সত্য দেহের মধ্যেই অবস্থিত। সেই সত্যই 'সহজ'। সহজিয়াদের বিশ্বাস, সাধনার যিনি লক্ষ্য তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর অবস্থান দেহের মধ্যে। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মনে করা হয়। দৈহিক সাধনার মধ্যে দিয়েই সিদ্ধি লাভ করা যায়। সহজিয়াদের এই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে যে ধর্মমত গড়ে উঠেছে তাই সহজিয়া ধর্ম আর এই ধর্ম প্রচারের জন্য যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাই সহজিয়া সাহিত্য নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সহজিয়ারা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধ আছেন এবং তাঁকে সহজ-সাধনায় উপলব্ধির মাধ্যমেই মোক্ষলাভ সম্ভব। তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে- জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং ভাগ্যচক্রে সংঘটিত পুনর্জন্মের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করা। এ মতে দীক্ষিতরাই মূলত চর্যাপদ রচনা করেন বলে চর্যাপদে সহজযানভিত্তিক তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

ক. চর্যাপদের ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার ধ্বনির মত। সংস্কৃত শব্দের বানানে সর্বত্র এক নিয়ম পালন করা হয়নি। যেমন- সবর, শবর।

খ. বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ আধুনিক বাংলার মত চর্যাপদে দেখা যায় না। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে কোন নিয়ম ছিল না। যেমন- পঞ্চ-পাঞ্চ।

গ. চর্যাপদে শ, ষ, স-তিনটি বর্ণের পার্থক্য ছিল না। যেমন- সবর, শবর, ষবরালী। তেমনি জ, য এবং ন, ণ-এদের মধ্যেও পার্থক্য নেই।

ঘ. চর্যায় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল।

ঙ. চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাবে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হত। তবে ক্লীবলিঙ্গ নেই। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গ হত। যেমন- নিশি অন্ধারী মুষার চারা। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত বা 'এর' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিয়েছে। যেমন- 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী,' 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ', 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী'। ঈ বা আ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হতো। যেমন- হরিণী, শবরী, হরিণা।

চ. চর্যাপদের ভাষায় শব্দরূপের গঠনে একবচন ও বহুবচনের তফাত নেই। সম্বন্ধ বোঝানো ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গেও পার্থক্য দেখা যায়নি।

ছ. একবচনে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হত না। যেমন- সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।

জ. বহুবচন বোঝানোর জন্য বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহৃত হত। যেমন- সজল সমাহিঅ। সংখ্যাবাচক শব্দে বহুবচন, যেমন- পঞ্চ বি ডাল। বিশেষণের দ্বিত্ব ব্যবহারে বহুবচন, যেমন- উঞ্চা উঞ্চা পাবত।

চর্যাপদে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা

চর্যার বিষয় ধর্মকেন্দ্রিক ও তত্ত্ববহুল হলেও এর বাহ্যিক রূপটি লৌকিক ও সামাজিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চর্যায় তৎকালীন সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষের জীবনযাপনের তেমন বর্ণনা না থাকায় উচ্চবর্গীয় নারীদের অবস্থা জানা না গেলেও সমাজের নিচু বর্গীয় নারীদের সম্পর্কে বিস্তর জানা যায়। চর্যার পদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের মধ্যে ১৭টি পদেই নারী বিষয়ক নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে তৎকালীন নারীদের যাপিত জীবনের আচার-অনুষ্ঠান, পেশা, স্বভাব-সুলভ আচরণ, উঁচু শ্রেণি কতৃক শোষণ, বিয়ে, প্রসব-বেদনা ইত্যাদির সুচারু চিত্র পাওয়া যায়।

তারা সে যুগে স্বেচ্ছায় পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার রাখত এবং পুরুষের পাশাপাশি নানা ধরনের শ্রম প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করত। চর্যার বিভিন্ন পদে মেয়েদের এরকম নানাবিধ পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়। **যেমন:** ১৪তম পদে ডোম্বী নারীর নৌকা চালানো; ১০, ২৫, ২৬ নং পদে যথাক্রমে ডোম্বীদের চাঙ্গারি তৈরি, মাদুর বোনা, তাঁত বোনা; ৩ নং পদে শুঁড়িখানায় মদ উৎপাদন ও বিক্রির কাজে নারীদের যুক্ত থাকা। এছাড়া বিভিন্ন পদে নারীদের স্বভাব সুলভ ছলনা করার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যেমন: ১৮ নং পদে ডোমনীর 'ছিনালী' করার কথা। ২ নং পদে কুক্কুরীপা গৃহবধূর ছলনা করা নিয়ে বলেছেন-

দিবসই বহুড়ী কাউ ই ডরে ভাই
রাতি ভইলে কামরু জাই।

অর্থাৎ- দিনের বেলায় বউটি কাকের ভয়ে ভীত; রাত্রী হলে সে কামরূপে (কামে প্রীত হয়ে) যায়। এছাড়া সমাজের নিচু শ্রেণির নারীদের ব্রাহ্মণ কতৃক শোষণের চিত্র দেখা যায়। কাহ্নপার ১০ নং পদে আছে-

নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তেহারী কুড়িআ
ছই ছোই যাইস ব্রাহ্ম নাড়িআ।

অর্থাৎ- অস্পৃশ্য হওয়ায় ডোম্বী নারীদের নগরের বাইরে রাখা হতো; আবার ডোম্বী রূপমুগ্ধ কামান্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কুঁড়ে ঘরের পাশেই ঘোরাঘুরি করত। ২০ নং পদে কুক্কুরীপা নারীর প্রসব যন্ত্রণার কথাও বলেছেন। এভাবেই চর্যায় জীবনের নানাক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

চর্যাপদ হলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত মহাজ্ঞান ধর্মশাখার অন্তর্গত সহজান ধর্মশাখার সাধন সংগীত। চর্যাপদ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

ভাষার রূপ: চর্যাপদ যেহেতু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, সেজন্য বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ জানার ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ' এর ভূমিকা অপরিহার্য।

ক্রমবিকাশ: 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিবর্তন: বেশ কিছু বাংলা শব্দের বিবর্তনের ধারাপথটিকে চিনে নেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়।

ছন্দ: বাংলা কবিতার ছন্দের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেল 'চর্যাপদ' অপরিহার্য। বাংলা ছন্দের গঠনের ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ'-এর ছন্দের প্রভাবকে স্বীকার করে ছান্দসিকরা।

অন্ত্যমিল: বাংলা কবিতায় যে অন্ত্যমিল দেখা যায়, সেই অন্যমিলেও উৎসব উদাহরণ হলো 'চর্যাপদ'।

প্রবাদ: 'চর্যাপদ'-এ ব্যবহৃত ৬টি প্রবাদ পরবর্তীকালের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। **যেমন:** অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (৬নং পদ)।

চিত্রকল্প ও রূপকার্থ: দুরূহ তত্ত্ব স্পষ্টতর করার জন্য ব্যবহৃত রূপক ও প্রতীক-ভবনদী পারাপার, হরিণ শিকার, শবর-শবরীর মদমত্ত উল্লাস ইত্যাদিতে লোকজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

আখ্যানধর্মীতা: আখ্যানধর্মীতা চর্যাপদের সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠার আরেকটি কারণ। চর্যার কোনো কোনো পদে আখ্যান বা কাহিনির সন্ধান মেলে।

অলঙ্কার: চর্যার কবিরা কথায় সজ্জায়, আলঙ্কারিক উজ্জ্বলতায় চর্যাপদ গুলিকে কবিতারস সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। অনুপ্রাস, শ্লেষ, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে চর্যাপদে।

ধর্মীয় ইতিহাস: তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চর্যাসাধকদের লেখায় সে সময়ের জীবনধারার নানা প্রবণতারই যেন মিশ্রণ দেখা যায়।

তৎকালীন জীবনচিত্র: সমাজের নিচু স্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে বসবাস করত গ্রামের প্রান্তে, পর্বত গাত্রে কিংবা টিলায়। ১০ নং চর্যায় বলা হয়েছে 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' নগরের বাইরে ডোম্বি তোর কুড়ে ঘর। ৩৩ নং চর্যায় বলা হয়েছে-

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী'

সুতরাং চর্যাপদ বৌদ্ধদের সাধন সংগীত হলেও এটি আদর্শ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। চর্যার ভাব ও রূপ সাহিত্য গুণের দিক থেকে ছিল উৎকৃষ্ট।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী" একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর:

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী"

-চর্যাপদ (৩৩ নং পদ), ঢেণ্ডণপা

অর্থ: টিলার উপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই; হাঁড়িতে ভাত নেই, তবুও প্রতিদিন অতিথি আসে।

আক্ষরিক অর্থে এখানে এক দরিদ্র, নিঃসঙ্গ ও সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তার ঘর টিলার উপর অবস্থিত হওয়ায় তা সাধারণ জনবসতি থেকে দূরে, ফলে সেখানে কোনো প্রতিবেশীর অস্তিত্ব নেই। এটি তার একাকী ও প্রান্তিক জীবনযাপনের ইঙ্গিত বহন করে। তার ঘরে হাঁড়িতে ভাত নেই-অর্থাৎ খাদ্যের অভাব ও চরম দারিদ্র্য তার জীবনের বাস্তবতা। অথচ এই অভাবসত্ত্বেও প্রতিনিয়ত অতিথির আগমন ঘটে, যা তার দৈনন্দিন জীবনের এক বিরূপ ও বৈপরীত্যপূর্ণ পরিস্থিতি নির্দেশ করে। এই আক্ষরিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে চর্যাপদের সাধকদের তৎকালীন জীবনযাপনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারা সমাজের মূলধারা থেকে দূরে প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করতেন, সাধারণত ভিক্ষানির্ভর, অনাড়ম্বর ও দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং জাগতিক ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকতেন।

তবে চর্যাপদ সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের গূঢ় সাধন সংগীত হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত অর্থ আরও গভীর। এখানে "ঘর" দ্বারা মানবদেহ, "টাল" দ্বারা দেহরূপ উচ্চ বা নির্জন সাধনক্ষেত্র এবং "প্রতিবেশী নেই" দ্বারা ধর্মচর্চা বা সাধকসঙ্গের অভাব বোঝানো হয়েছে। "হাঁড়ি" দেহভাণ্ড এবং "ভাত" বোধিচিত্ত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ যার দেহে ধর্মভাব বা জ্ঞান নেই, তার দেহভাণ্ড শূন্য; অথচ "নিত্য অতিথি আসে"-এই অতিথি প্রতীকীভাবে কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয়তাড়না ও জাগতিক আকর্ষণকে বোঝায়। ফলে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে শূন্য হলেও কামনা-বাসনায় সর্বদা আবিষ্ট থাকে এবং আত্মসংযমের অভাবে মুক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়।
অতএব, এই পঙ্‌ক্তিতে বাহ্যিক দারিদ্র্যের চিত্রের আড়ালে মানবজীবনের গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে মানবদেহ সাধনার ক্ষেত্র হলেও ধর্মচর্চা ও আত্মসংযম ছাড়া তা কামনা-বাসনার আধারে পরিণত হয়; তাই মুক্তি লাভের জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা অপরিহার্য।

০২. চর্যায় অঙ্কিত নদীমাতৃক বাংলার ছবি বর্ণনা করুন।

উত্তর: নদীমাতৃক বাংলার সুন্দর ছবি চর্যার নানা পদে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রচুর পয়সি নদ-নদী, খালবিলের গহণ জল, কাদায় মাখা তীর, প্রবল স্রোত, নানা বিচিত্র নামের নৌকা, খেয়া পারাপার, পারের মাসুল আদায়, গুণ টেনে নৌকা বাওয়া, নানা বিচিত্র নামের নৌকা, কাছি খুলে স্রোতে নৌকা ছেড়ে দেওয়া, মাঝ নদীতে এসে চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভীত হওয়া, জলদস্যুর আক্রমণ ইত্যাদি নদী সংক্রান্ত সমস্ত ছবি চর্যাগীতি গুলিতে ভালোবাসার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।
চর্যার ৫ নং পদে চাটিল্ল পা লিখেছেন–

**"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দুআন্তে চিকিল মাঝেঁ ন থাহী"**

অর্থ: ভবনদী গহণ ও গম্ভীর অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রবাহমান। তার দুইতীর কর্দমাক্ত/পিচ্ছিল, মাঝে ঠাঁই নেই বা থই পাওয়া যাচ্ছেনা।
চর্যার ৩৮ নং পদে সরহপা লিখেছেন–

**"নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে"
অর্থ: নৌবাহী নৌকা গুণে টানে।**

চর্যার ১৪ নং পদে ডোম্বীপা বলেছেন–

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ"
অর্থ: গঙ্গা আর যমুনার মাঝখানে নৌকা বইছে।

নানা রকম নৌকার নাম- নাব, নারী, নাবড়ী, ভেলা, বেণি, নৌকায় ব্যবহৃত কেড়ুয়াল, খুন্টি, কাছি, পতবাল, দাঁড় সেঁউতি হাল- সমস্ত জিনিসকে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা। এতে বোঝা যায় নদ-নদী, খাল-বিল, নৌকা, নৌ-বন্দর, নৌ-বাণিজ্য, পারাপার, পাটনী ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ ছিলো ঘনিষ্ঠ।
চর্যার ৩৮ নং পদে সরহপা লিখেছেন–

কাঅ ণাবড়ি-খান্টি মণ কেড়ু আল।

বিসিএস লিখিত

বাংলা
বিষয় কোড – ০০১
মডেল টেস্ট – ০২

সময় : ৩ ঘণ্টা ['কারিগরি / পেশাগত' এবং 'সাধারণ ও কারিগরি / পেশাগত' উভয় ক্যাডারের জন্য] **পূর্ণমান : ১০০**
[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষপ্রান্তে দেখানো হয়েছে]

০১। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন:** ৬×৫=৩০

(ক) **শব্দগুলো কোন উপায়ে গঠিত লিখুন এবং গঠনরূপ ভেঙে দেখান:**
মহাকাশ, দম্পতি, চলন্ত, নীলিমা, হাতেখড়ি, উপজেলা।

(খ) বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' এর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলো উল্লেখ করুন।

(গ) গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ সংজ্ঞার্থ ও উদাহরণসহ লিখুন।

(ঘ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য রূপান্তর করুন:**
(i) সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)
(ii) বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)
(iii) রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক)
(iv) অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করব। (নেতিবাচক)
(v) সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)
(vi) যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল)

(ঙ) **প্রবাদগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:**
(i) তার মতো ঘাটের মড়ার সাথে তর্কে জড়ানো ঠিক নয়।
(ii) পরীক্ষার আগে এই কাকনিন্দ্রা দিলে ফল ভালো হবে না।
(iii) এমন ডাকাবুকো হয়ে বসে আছ কেন?
(iv) অধিক সন্ন্যসীতে মঠ নষ্টের মতো কাজ করো না।
(v) সে লটারিতে ত্রিশ লক্ষ টাকা পেয়েছে, এ যেন ঠিক বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা।
(vi) তোমার নিজের পদোন্নতি হয়েছে, ছেলে এ+ (প্লাস) পেয়েছে, তোমার তো এখন হরিষে বিষাদ অবস্থা।

০২। **ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন:** ২০

যে জাতি জীবন হারা অচল অসার,
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

০৩। **সারাংশ লিখুন:** ২০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থাণু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

০৪। **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দিন:** ৬×৫=৩০

(ক) চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ও চর্যাপদের ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
(খ) মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে লৌকিক জীবনের ধারাই প্রবাহমান- ব্যাখ্যা করুন।
(গ) জীবনানন্দ দাশকে কেন 'নির্জনতম কবি' বা 'রূপসী বাংলার কবি' বলা হয়? তাঁর কবিতায় চিত্রের রূপায়ণ আলোচনা করুন।
(ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অথবা শওকত ওসমানের উপন্যাস সমূহের পরিচয় দিন।
(ঙ) 'বাংলা কাব্যসাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক'- আলোচনা করুন।